যুগান্তর

তারিখ ০৪ DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা

এবার জুনিয়র স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা

যুগান্তর রিপোর্ট

এবার জুনিয়র স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সরকারি অনুমোদন ছাড়া এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। যদি দেশের কোথাও এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন পড়ে, তবে তা সরকারই স্থাপন করবে। মঙ্গলবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জারি করা এক নীতিমালায় এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি উদ্যোগে স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আর ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে বেসরকারিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জুনিয়র হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। মে মাসে এসব স্কুল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরিচালনার ভার পায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়টি একটি নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নেয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় স্থাপন, চালু ও স্বীকৃতি প্রদান শীর্ষক এ নীতিমালায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মোট ১০টি শর্তারোপ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৫টিই প্রতিপালন করতে হবে স্থাপনের ক্ষেত্রে। বাকি ৫টি স্থাপনের পর পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান বুধবার যুগান্তরকে বলেন, আন্তঃমন্ত্রণালয়ের একাধিক বৈঠকে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে এ নীতিমালা তৈরি করা হয়। এখন থেকে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ নীতিমালার আলোকে চলবে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, সরকারের কাছ থেকে প্রাথমিক

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

এবার জুনিয়র স্কুল ও মাদ্রাসা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অনুমতি না নিয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর কোনো বিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে না। স্বীকৃতি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়ন প্রকল্পভুক্তি অথবা আর্থিক অনুদান অথবা বেতনের সরকারি অংশ দেয়ার দায়ভার সরকারের ওপর বর্তাবে না। তবে ছিটমহল এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রাধিকার কিংবা ছিটমহলসহ অনগ্রসর এলাকায় মন্ত্রণালয় বিদ্যালয় স্থাপন করে দিতে পারবে। আর স্বীকৃতি পাওয়ার ৫ বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবশ্যই পেশাগত প্রশিক্ষণ নিতে হবে। শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে যে কোনো সময় স্বীকৃতি বাতিল করতে পারবে মন্ত্রণালয়। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আগে অনুসরণীয় শর্তগুলোর মধ্যে আছে— বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাকে প্রথমেই ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকার দিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বরাবর আবেদন করতে হবে। তিনি আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করে তা নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ ২৫ দিনের মধ্যে ঢাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালকের দফতরে পাঠাবেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার প্রস্তাব পাওয়ার ৬০ কর্মদিবসের মধ্যে ইউনিটের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের স্থানসহ বিভিন্ন কাগজপত্র পরীক্ষা করাসহ সরেজমিন পরিদর্শন শেষে বিদ্যালয় চালুর প্রাথমিক অনুমতি দেয়া অথবা প্রত্যাখ্যানসংক্রান্ত রিপোর্ট ইউনিটের মহাপরিচালককে দাখিল করতে হবে। ৬০ দিনের মধ্যে এ কাজগুলো না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের কর্মকর্তার মাধ্যমে দাখিল হওয়া প্রতিবেদনটি মহাপরিচালক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন। অনুমতি পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রথমপর্যায়ে অন্তত ৩ বছর মেয়াদে পাঠদানের অনুমতি দেয়া হবে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া এ অনুমতিকে পাঠদানের স্বীকৃতি বলে গণ্য করা যাবে না। এ ৩ বছরের মধ্যে প্রাথমিক অনুমতি পাওয়া বিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার মান অর্জনের জন্য আরও ৫টি শর্ত পূরণ করতে হবে, যা দ্বিতীয় দফার শর্ত নামে পরিচিত। এগুলো হচ্ছে স্বীকৃতি বা নিবন্ধন পাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একবার অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশ নিতে হবে। অধ্যয়নরতদের ন্যূনতম ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থীকে অষ্টম শ্রেণী শেষে সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে এবং সেখান থেকে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ৩ বছরমেয়াদি প্রাথমিক অনুমতির মেয়াদ শেষে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার, শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি ও বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও শিক্ষা সমাপনী চক্রের হার এবং বিদ্যালয়ে 'আইটি' ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনা করে ৫ বছরের জন্য অস্থায়ী স্বীকৃতি দেয়া হবে। পরবর্তী সময়ে একইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার, সমাপনী ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল এবং উদ্ভাবনী চর্চা অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকৃতি (পারফরমেন্স) বিবেচনায় নিয়ে প্রতি ৫ বছর অন্তর অস্থায়ী স্বীকৃতি নবায়ন করতে হবে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে।